Definition of Buddhi

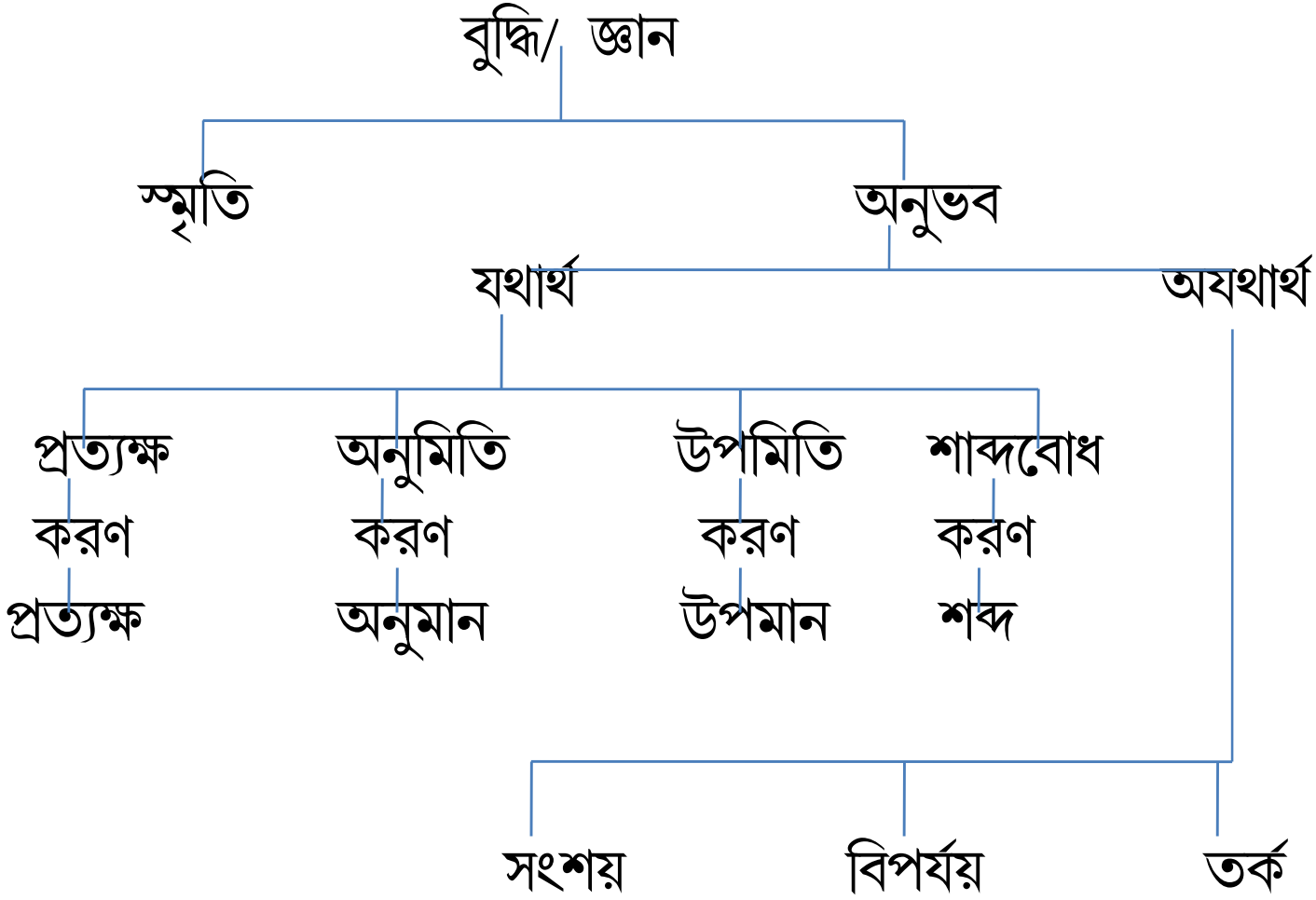

বৈশেষিক সম্মত সপ্ত পদার্থের অন্যতম হল গুণ। এই গুণ ২৪ প্রকার। এই ২৪ প্রকার গুণের মধ্যে বুদ্ধি বা জ্ঞান বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই বুদ্ধি বা জ্ঞান ভিন্ন আমাদের ব্যবহারিক জীবন প্রায় অচল। বুদ্ধির লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, ‘সর্ব্বব্যবহারহেতুর্গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্’ অর্থাৎ সকল প্রকার ব্যবহারের হেতুভূত গুণ, জ্ঞান যার অপর নাম, সেই গুণ পদার্থই বুদ্ধি। উক্ত লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে লক্ষণস্থ প্রতিটি পদের তাৎপর্য রয়েছে।

বুদ্ধির লক্ষণে যদি ‘গুণ’ পদটি দেওয়া না হত, অর্থাৎ লক্ষণটি যদি ‘সর্ব্বব্যবহারহেতুঃ বুদ্ধির্জ্ঞানম্’- এরূপ হত তাহলে লক্ষণটি কালাদি পদার্থে অতিব্যাপ্তি হত। কারণ, কাল, দিক, ঈশ্বর প্রভৃতি পদার্থ যেকোন কার্যের প্রতি হেতু অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারের হেতু। কিন্তু ‘গুণ’ পদটি লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, সেই অতিব্যাপ্তি আর হবে না। কেননা কালাদি পদার্থ সর্ব্বব্যবহারের হেতু হলেও তারা কোনটাই গুণ পদার্থ নয়। দ্রব্য পদার্থ। কেবলমাত্র বুদ্ধি বা জ্ঞান নামক গুণ পদার্থই সর্ব্ব কার্যের প্রতি হেতু হয়।

আবার ‘সর্ব্বব্যবহারহেতুঃ’ - এই পদটিরও লক্ষণে প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি এই পদটি বাদ দিয়ে কেবল ‘গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্’ - এরকম লক্ষণ করা হত তবে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হত। কারণ বুদ্ধি একটি গুণ যার অপর নাম জ্ঞান একথা বললে রূপ, রসাদি গুণে এই লক্ষণ চলে যাবে। ফলে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কিন্তু বুদ্ধি ভিন্ন রূপ, রসাদি ‘গুণ’ পদার্থ হলেও তারা সর্ব্বব্যবহারের হেতু নয়। তাই লক্ষণে ‘সর্ব্বব্যবহারহেতুঃ’ লক্ষণে যুক্ত হওয়ায় উক্ত দোষ হয়নি।

কেউ কেউ আবার এরূপ মত পোষণ করেন যে, ‘সর্ব্বব্যবহারহেতুর্গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্’ - এরূপ জ্ঞানের লক্ষণ হতে পারে না। এটি জ্ঞানের স্বরূপ কথন মাত্র। উক্ত লক্ষণ দেওয়ার সময় মনে হয় তর্কসংগ্রহকার ন্যায়সূত্রকারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এরূপ লক্ষণ করলে নির্বিকল্পক জ্ঞানে অব্যাপ্তি দোষ হয়। কারণ আমরা জানি নির্বিকল্পক জ্ঞান কোন ব্যবহারের হেতু হয় না। কিন্তু এই লক্ষণে বলা হয়েছে, যে জ্ঞান সর্ব্বব্যবহারের হেতু হয়। সুতরাং এই লক্ষণ জ্ঞানের পরিচায়ক মাত্র।

তাই মনে হয় অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ দীপিকা টীকাতে জ্ঞানের নতুন লক্ষণের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞানত্ব জাতিই জ্ঞানের লক্ষণ। তাই তিনি দীপিকা টীকাতে বলেছেন 'জানামীত্যনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানত্বং লক্ষণমিত্যর্থঃ' অর্থাৎ আমি জানছি বা আমার জ্ঞান হচ্ছে এরূপ অনুব্যবসায় দ্বারা যে জ্ঞানত্ব জাতি প্রমাণিত হয় বা বোঝা যায় তাই উহার লক্ষণ। সহজভাবে বলতে গেলে - জ্ঞানত্ব জাতিই হল জ্ঞানের লক্ষণ এবং 'আমি জানছি' - এরূপ আন্তর প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায়ে সেই জাতি প্রকাশিত হয়। একটু বিশ্লেষণ করে বলা যায় - ন্যায়-বৈশেষিক মতে কোন জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশিত হয় না। পরবর্তী অন্য কোন জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। জ্ঞান অপ্রকাশিত থেকে বিষয়কে প্রকাশিত করে। আবার আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, মন চক্ষুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। চক্ষু স্বপ্রভার দ্বারা ঘটাদি বিষয়ে সংযুক্ত হয় এবং এই সঙ্গে যুক্ত হয় প্রয়োজনীয় আলোক প্রভৃতি সহকারি কারণ। আর এভাবেই আত্মাতে ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঘটজ্ঞান স্ববিষয় ঘটকে প্রকাশিত করে, কিন্তু ঘটজ্ঞান নিজেকে এবং নিজের আশ্রয় আত্মকে প্রকাশিত করে না।

যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশ করে তাকে বলে ব্যবসায় জ্ঞান। ব্যবসায় একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান নয় বলে, তাকে ব্যবসায় বলা যায় না। ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করে যে জ্ঞান হয় তার নাম অনুব্যবসায়। অর্থাৎ ব্যবসায় জ্ঞানের পরবর্তীক্ষণে উৎপন্ন হয়ে যা ব্যবসায় জ্ঞানকে প্রকাশিত করে - জ্ঞান বিষয়ক সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অনুব্যবসায়। যেমন আমি যখন একটি বৃক্ষকে দেখি তখনই বৃক্ষ দেখারূপ যথার্থবোধ জন্মায় না। তার পরবর্তীক্ষণে আমার বোধ জন্মায় যে, আমি বৃক্ষটিকে দেখছি এবং তখনই বৃক্ষ দেখারূপ যথাযথ বোধ বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বৃক্ষটির এই প্রথম দেখা বা প্রত্যক্ষকে বলে ব্যবসায়। পরবর্তীক্ষনে জানা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বলে অনুব্যবসায়। ব্যবসায় জ্ঞান নিজেকে প্রকাশিত করে না। সুতরাং ব্যবসায় জ্ঞানকে প্রকাশিত করার জন্য আর একটি জ্ঞান স্বীকার করতে হয়, যাকে অনুব্যবসায় বলে। সুতরাং বলা যায় - ব্যবসায় জ্ঞান হল - ‘অয়ং বৃক্ষঃ’ অর্থাৎ এটি একটি বৃক্ষ বা গাছ। আর অনুব্যবসায় হল ‘অহং বৃক্ষমিমং জানামি’ বা ‘এতদ্ বৃক্ষজ্ঞানবান্ অহম্’ অর্থাৎ আমি এই বৃক্ষটিকে জানি।

এখন বক্তব্য এই যে - অয়ং ঘটঃ, অয়ং পটঃ ইত্যাদি মূল জ্ঞান বা ব্যবসায় অসংখ্য এবং তাদের আন্তর প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় জ্ঞানও আসংখ্য। যেমন অয়ং ঘটঃ, অয়ং ঘটঃ ইত্যাদি অনুগত প্রতিতীর জন্য ঘটত্ব নামক অনুগত ধর্ম স্বীকার করতে হয়। তেমনি মূল জ্ঞান বা ব্যবসায় জ্ঞানসমূহের অনুগত প্রতীতির (কারণতাবচ্ছেদক হিসেবে) জন্য জ্ঞানত্ব জাতি নামক অনুগতধর্ম স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া বিষয়ভেদে ব্যবসায় জ্ঞানের ভিন্নতা থাকলেও জ্ঞানত্ব স্বীকৃত না হলে অন্যগুলি দুর্জ্ঞেয় থেকে যাবে। দীপিকা টীকা অনুযায়ী এই জ্ঞানত্ব জাতিই আন্তর প্রত্যক্ষ বা অনুবাবসায়ে প্রকাশিত হয়। ন্যায়-বৈশেষিকমতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটে বিদ্যমান যে ঘটত্ব জাতি তাও ঘটের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অনুরূপভাবে যে অনুব্যবসায়ে ব্যবসায় জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাতেই জ্ঞানত্ব জাতিরও উপলব্ধি হয়।

সুতরাং এই অনুব্যবসায়গম্য জ্ঞানত্ব জাতিই জ্ঞানের লক্ষণ অথবা ‘জ্ঞানত্ববত্বম্ জ্ঞানত্বম্’ অর্থাৎ জ্ঞানত্বই জ্ঞানের লক্ষণ।

পরিশেষে বলা যায়, তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে ‘সর্ব্বব্যবহার’ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপকে বোঝানো হয়েছে। আর দীপিকাটীকায় সম্ভবতঃ জ্ঞানের সাধারণ ধর্মকে জ্ঞানের লক্ষণ বলা হয়েছে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ